রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
জলবায়ু পরিবর্তন-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ আশ্বিন ১৪৩২/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

নং ২২.০০.০০০০.০৮৬.২২.০০১.২৩.২৫৭—জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, অর্থ অবমুক্তি এবং ব্যবহার নীতিমালা (সংশোধিত, ২০২৫) গেজেট আকারে প্রকাশ করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ রাজীব সিদ্দিকী
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যবহার নীতিমালা সংশোধিত ২০২৫

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর ১০ ধারা অনুসরণে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যবহার নীতিমালা সংশোধিত ২০২৫ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত নির্দেশিকা জারি করা হলো

১০ প্রকল্প প্রণয়ন

১১ প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে

১১.১ ১১১ প্রস্তাবিত প্রকল্প প্রণয়নকালে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) ; National Adaptation Plan of Bangladesh(2023-2050); হালনাগাদকৃত Nationally Determined Contribution, 2021 (NDC); Climate Prosperity Plan, 2023 (CPP) এবং হালনাগাদকৃত Climate Change and Gender Action Plan (CCGAP)-সহ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা পলিসি ডকুমেন্ট কে বিবেচনায় আনতে হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি টেকসই এবং উপর্যুক্ত পরিকল্পনা পলিসি ডকুমেন্ট এর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

১.১.২ প্রকল্প প্রস্তাব (**সংলগ্নী ১** মোতাবেক) ''জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প প্রস্তাব" Project Proposal under Climate Change Trust Fund (PPCCTF)" ছকে প্রণয়ন করতে হবে।

১.১.৩ প্রকল্প প্রস্তাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাবে প্রস্তাবে তা উল্লেখ করতে হবে।

১১.৪ প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে রাজস্ব বাজেটের আওতাভুক্ত কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।

১১.৫ প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় বা সংস্থার বাস্তবায়নাধীন বা পরিকল্পনাধীন কোন প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা নেই এই মর্মে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থা প্রধান কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

১১৬ প্রস্তাবিত প্রকল্প একক বা যৌথভাবে প্রণয়ন করা যাবে। তবে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সংখ্যা ৩ তিন এর অধিক হবে না। প্রকল্প প্রস্তাবে প্রত্যেক বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রস্তাবিত কাজের উদ্দেশ্য আইটেম অনুযায়ী কার্যক্রম ও বাজেট আলাদাভাবে বর্ণিত থাকবে। প্রকল্প প্রস্তাবে একটি সংস্থা লিড বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা সহযোগী হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে মর্মে উল্লেখ করতে হবে।

১১৭ প্রকল্পের মেয়াদকাল ০৩ তিন বছরের বেশি হবে না। তবে মেয়াদকাল ০৩ (তিন) বছরের বেশি প্রয়োজন হলে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

১১৮ প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বোচ্চ ১৫ পনের কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রতিটি আইটেমের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড সাব কোড ব্যবহার করতে হবে। অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে যদি কোন আইটেম নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোড সাব কোড এর আওতায় না পড়ে সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ থেকে কোড সাব কোড বরাদ্দ নিতে হবে।

১১.৯ বড় পরিসরে ১৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে দপ্তর সংস্থা অথবা অন্য তহবিল হতে Co-financing এর সংস্থান থাকতে হবে। এক্ষেত্রে দপ্তর /সংস্থা বা অন্য তহবিল হতে বরাদ্দের বিষয়টি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হবে।

১.১.১০ গবেষণাধর্মী প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক গবেষণার উপর জোর দিতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাবে প্রস্তাবিত গবেষণা কাজের ফলাফল পাইলট আকারে প্রয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি প্রকল্পের ফলাফল মানসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ করতে হবে।

১১.১১ প্রতিটি প্রকল্প প্রস্তাবে আবশ্যিকভাবে প্রকল্প এলাকা সুনির্দিষ্ট করতে হবে বিভাগ জেলা উপজেলা পৌরসভা ইউনিয়ন ওয়ার্ড মৌজা জেএল নম্বর অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ সহকারে উল্লেখ করতে হবে।

১১.১২ প্রকল্প প্রস্তাবে আবশ্যিকভাবে উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারিত ছকে নারী পুরুষ তৃতীয় লিঙ্গ শিশু বৃদ্ধ প্রতিবন্ধী উল্লেখ করতে হবে।

১১.১৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় সাধারণভাবে নতুন জনবল নিয়োগের সংস্থান নিরুৎসাহিত করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন যথাসম্ভব সংস্থার বিদ্যমান জনবল দ্বারা করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হলে চুক্তিভিত্তিক outsourcing এ সর্বসাকুল্যে বেতনে নতুন জনবল অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগের প্রস্তাব করা যেতে পারে। প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১১৪ প্রস্তাবিত প্রকল্পে প্রশিক্ষণ সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি সম্পর্কে যৌক্তিকতাসহ প্রশিক্ষণের বিষয় মেয়াদ বাজেট ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে।

১১.১৫ প্রস্তাবিত প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কোনো বিদেশী পরামর্শকের প্রস্তাব করা যাবে না। তবে যৌথভাবে বা Co-financing প্রকল্পে আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বিদেশী পরামর্শকের প্রস্তাব করা যাবে।

১১.১৬ প্রকল্প প্রস্তাবে পরামর্শকের প্রস্তাব করা হলে সেক্ষেত্রে তাদের বিস্তারিত কর্মপরিধি (TOR), শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে হবে।

১১.১৭ প্রস্তাবিত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে বিস্তারিত প্লান নকশা এবং প্রাক্কলন পৃথকভাবে সংযোজন করতে হবে।

১১.১৮ প্রস্তাবিত প্রকল্পে সম্পদ সংগ্রহ ও নির্মাণ আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্রয় সংগ্রহ সময়াবদ্ধ (Time Frame), পরিকল্পনা এবং বিভাজন দিতে হবে।

১১.১৯ এছাড়াও অন্যান্য আইটেমের ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিভাজন প্রয়োজন হলে পরিশিষ্ট আকারে সংযোজন করতে হবে।

১১.২০ যে সকল প্রস্তাবিত প্রকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সে ধরনের প্রকল্প অনুমোদনের পর পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (EMP), প্রাথমিক পরিবেশগত পরীক্ষা (IEE) এবং অথবা পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (EIA) প্রতিবেদন প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে।

১১.২১ জমি অধিগ্রহণ সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন জমিতে কোন কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজন হলে জমির মালিকানাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে দাখিল করতে হবে।

১১.২২ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি টেকসই এবং বিসিসিএসএপি ২০০৯ সংশোধিত বিসিসিএসএপি এবং অথবা বাংলাদেশের জাতীয় অভি্যোজন পরিকল্পনা ২০২৩ ২০৫০ (NAP) এর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

১১.২৩ প্রকল্প প্রস্তাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কাজ অন্তর্ভুক্ত না করে শুধুমাত্র অতি জরুরী বিবেচনায় একই প্রকৃতির (Nature) এর কম্পোনেন্ট সংযুক্ত করে ট্রাস্ট ফান্ডের প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

১১.২৪ প্রকল্প প্রস্তাব দাখিলের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার Visual Presentation ডিজিটাল ফরমেটে দাখিল করতে হবে।

১১ ২৫ ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাবিত এলাকার জরুরী অবস্থা মোকাবিলায় বা স্থাপনার পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নকল্পে অথবা অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একটি এলাকা বা স্থাপনার বিপরীতে সর্বোচ্চ ১০ দশ লাখ এবং এক অর্থ বছরে সর্বমোট ৫০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দিতে পারবেন। তবে টাকা ব্যয়ের বিষয়টি পরবর্তীতে ট্রাস্টি বোর্ড কে অবহিত করতে হবে।

১২ সরকারি আধা সরকারি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও এনজিও এবং/অথবা বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন

এ নীতিমালার ১১ এ বর্ণিত বিষয়াদি অনুসরণ সাপেক্ষে সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে এক বা একাধিক এনজিও/ বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সাথে যৌথভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে । শর্তসমূহ নিম্নরুপ;

১ ২.১ বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নিবন্ধিত হতে হবে।

১.২.২ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বৈধ ও হালনাগাদ নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানই যৌথভাবে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য বিবেচিত হবে। বৈধ ও হালনাগাদ নিবন্ধনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত প্রত্যয়ন আবশ্যক হবে।

১.২.৩ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবী সেবামূলক অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক হতে হবে।

১.২.৪ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কাজে ০৩(তিন) বছরের প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো দাখিল করতে হবে।

১.২.৫ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং/অথবা এনজিওর নিজস্ব

অফিস ও জনবল থাকতে হবে।

১.২.৬ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণাধর্মী কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রকাশনা থাকতে হবে।

১.২.৭ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

১.২.৮ আন্তর্জাতিক তহবিল দ্বারা পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে এ ধরণের বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/এনজিওকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

১.২.৯ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা ঋণ খেলাপি প্রতিষ্ঠান কে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের অর্থ দিয়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পের সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

১.২.১০ সংশ্লিষ্ট বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে যে কোন প্রতিষ্ঠিত সিএ ফার্ম দ্বারা হালনাগাদ নিরীক্ষিত বিগত ৩(তিন) বছরের প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২ ০ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ:

২ ১ প্রতি অর্থবছরে দুই দফায় নতুন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহন করা হবে। প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ নিয়মে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে দাখিল করতে হবে। একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রাপ্তির পর সর্বোচ্চ ৬ ছয় মাসের মধ্যে বিবেচনাযোগ্য থাকবে। প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে অভিযোজনের বিষয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হবে।

৩ ০ প্রকল্প অনুমোদন:

৩.১ গত ০৪ জানুয়ারী ২০২৩ খ্রি তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৫৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি কারিগরি কমিটি ও সচিব পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সাব কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ সংস্থা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমুহ নির্ধারিত ম্যাট্রিক্স ব্যবহার করে যাচাই বাছাই পূর্বক অভিযোজন প্রশমন ও গবেষনা প্রস্তাবসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে। সাব কমিটি প্রস্তাবিত প্রকল্পের খাতসমূহের যথার্থতা যাচাইপুর্বক সংশোধন/ বিয়োজনের সুপারিশ করতে পারবে। কারিগরী কমিটির নিকট সুপারিশযোগ্য নয় এমন প্রস্তাবসমূহ সাব কমিটির পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ না করার কারনসহ পৃথকভাবে দাখিল করবে।

৩ ২ কারিগরি কমিটি কর্তৃক সাব কমিটির সুপারিশপ্রাপ্ত প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই প্রস্তাবকের আইনগত সক্ষমতা ব্যয়ের খাত ও ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমানের যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করে সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ বিবেচনা অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৩.৩ সাব কমিটি সুপারিশ করেনি এমন প্রকল্পের যে কোন প্রস্তাব বা প্রস্তাবসমূহ কারিগরী কমিটি বিবেচনাপুর্বক সুপারিশসহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে পারবে।

৩ ৪ সাব কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়নি এমন প্রকল্প বা প্রকল্পসমূহ কারিগরী কমিটির নিকটও সুপারিশযোগ্য নয় বিবেচিত হলে সে প্রস্তাব বা প্রস্তাবসমূহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে না। এ সকল প্রকল্পের বিষয়ে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা শেষ হবার ৭ সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্ট দপ্তর হতে পর্যবেক্ষণ এবং অথবা কারণসমূহ জানিয়ে দেয়া হবে।

৩ ৫ কারিগরি কমিটির সুপারিশকৃত প্রকল্পসমূহ বিবেচনা অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হবে।

৩ ৬ ট্রাস্টি বোর্ড যে কোন প্রস্তাব সুপারিশ মোতাবেক অনুমোদন দিতে পারবে অথবা শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দিতে পারবে।

৪ ০ প্রকল্প সংশোধন:

৪ ১ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য প্রযোজ্য বিধায় সাধারণভাবে সংশোধন বা মেয়াদবৃদ্ধি বিবেচনা করা হবে না। তবে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হলে যৌক্তিকতাসহ সংশোধিত প্রস্তাব **সংলগ্নী ২)** মোতাবেক Revised Project Proposal under Climate Change Trust Fund (RPPCCTF) ছকে পিআইসি পিএসসি এর সুপারিশসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে দাখিল করতে হবে।

৪.২ শুধু মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রস্তাব অগ্রায়ন পত্র প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে দাখিল করতে হবে।

৪.৩ মেয়াদবৃদ্ধি আন্ত খাত সমন্বয় ২ দুই বারের বেশি করা যাবে না। যে কোনো ধরনের সংশোধিত প্রস্তাব কারিগরি কমিটির মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন সময়ে কোনো পরিস্থিতিতেই প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি করা যাবেনা। এছাড়া ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের অনুকূলে সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা নতুন কোন কম্পোনেন্ট বা চলমান কাজের কলেবর বৃদ্ধি করা যাবেনা। প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থ মুনাফাসহ প্রকল্প শেষে ট্রাস্ট ফান্ডে ফেরত প্রদান করতে হবে।

৪.৫ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত চলমান প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের অঙ্গসমূহের বরাদ্দের উপযোজন পুনঃউপযোজন উপকারভোগীদের তালিকা সংযোজন বিয়োজনের প্রয়োজন হলে সে সংক্রান্ত প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ প্রেরণ করতে হবে। এ জাতীয় সংশোধনীসমূহ কারিগরি কমিটির মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.৬ প্রকল্পের ডিজাইন পরিবর্তন ও অন্যান্য ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে বিষয়টি কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ডে উপস্থাপন করতে হবে।

৫.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন:

৫.১ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত প্রকল্পের পুনর্বিন্যাসের অনুশাসন থাকলে সভার কার্যবিবরণী জারির তারিখ হতে ৬০ ষাট কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্বিন্যাসকৃত প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ট্রাস্টে দাখিল করতে হবে অন্যথায় ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্ত স্থগিত বলে গণ্য হবে। তবে সুনির্দিষ্ট কারণ ও যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিবেচনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করা যাবে।

৫.২ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদনের পর পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারি করবে।

৫.৩ প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ জারির পর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যথাশীঘ্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করবে এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টসহ সংশ্লিষ্ট সকল কে অবহিত করবে।

৫.৪ অনুমোদন আদেশ জারির তারিখ হতে ৬০ ষাট কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প কার্যক্রম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ব্যাংক হিসাব খোলা ইত্যাদি শুরু না করলে প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে। প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাবের সাথে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণ বিসিসিটি বরাবর দাখিল করতে হবে।

৫.৫ বাংলাদেশের যে কোনো তফসিলভুক্ত সরকারি ব্যাংকে প্রকল্প পরিচালকের নামে একটি এসটিডি এসএনডি হিসাব খুলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কে অবহিত করতে হবে। উক্ত এসটিডি এসএনডি হিসাবটি প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

৫.৬ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল প্রকল্পের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান এর নেতৃত্বে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এবং ৫ পাঁচ কোটি বা তদূর্ধ্ব টাকার প্রকল্পসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করতে হবে।

৫.৭ স্টিয়ারিং কমিটিতে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট পরিকল্পনা কমিশন অর্থ বিভাগ এবং আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.৮ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রধান সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের ১ জন কর্মকর্তা বিসিসিটি এর ১ এক জন প্রতিনিধি অনলাইন সরাসরি জেলা প্রশাসকের ১ জন প্রতিনিধি পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে বন অধিদপ্তরের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১ জন কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালককে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.৯ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্পের কাজের কোনো অনিয়ম বা ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে বিসিসিটি প্রকল্প পরিচালকসহ কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

৫.১০ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অনুমোদিত কাজের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি ডিজাইন পরিবর্তন বা আন্ত খাত সমন্বয় সহ কোনো প্রকার পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে না।

৬.০ প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ বিভাজন অবমুক্তি ব্যবহার এবং হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি:

৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে যে কোনো ধরনের অর্থ ব্যয়ে সরকারি আর্থিক বিধি বিধান বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রয়োজনে ওয়ার্ক পণ্য এবং সেবা ক্রয় সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার বা পরামর্শক নিয়োগ করতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ সহ সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারের আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে।

৬.২ সরকারের রাজস্ব বাজেটের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ক্যাশ বই ডেড স্টক রেজিস্টার একুইটেন্স রোল কর্মকর্তা কর্মচারী পেটি ক্যাশ লেজার বরাদ্দ রেজিস্টার স্থায়ী সম্পদ রেজিস্টার অগ্রিম রেজিস্টার বিল রেজিস্টার চেক রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্পের হিসাব সংরক্ষণ এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের জন্য উল্লিখিত রেজিস্টারসমূহ ছাড়াও অন্য কোনো রেজিস্টার সংরক্ষণ এর প্রয়োজন হলে তাও সংরক্ষণ করতে হবে।

৬.৩ অবমুক্তকৃত অর্থ অব্যয়িত থাকলে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে এবং অবমুক্তিযোগ্য অর্থ অবমুক্ত করা হলে তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যয় করা সম্ভব হবে এরূপ তথ্যাদিসহ অনুমোদিত প্রকল্প দলিল অনুসারে প্রত্যয়ন দিতে হবে।

৬.৪ সরকারি অফিস অধিদপ্তর এবং পরিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে প্রকৃত খরচের পর বিল ভাউচারের বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

৬.৫ প্রশিক্ষণ সেমিনার ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধি বিধান এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

৬.৬ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পের জন্য অফিসভাড়া বাবদ ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না। তবে বিশেষ কারণে প্রকল্পের জন্য অফিসভাড়া প্রয়োজন হলে প্রকল্পের জন্য বেসরকারি ব্যক্তি সংস্থার মালিকানাধীন বাড়িভাড়া সংক্রান্ত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

৬.৭ প্রকল্পের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দৈনন্দিন অফিসে যাতায়াতের জন্য কোনো গাড়ির সংস্থান প্রকল্পের অর্থায়নে করা যাবে না। তবে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকির জন্য প্রয়োজনে গাড়িভাড়া করা যাবে।

৬.৮ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চলমান প্রকল্পের সকল ব্যয় করতে হবে।

৬.৯ অর্থ ব্যয়ের মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে **সংলগ্নী ৭** নিয়মিত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ প্রেরণ করতে হবে।

৬.১০ প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রচলিত আইন ও বিধি বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭.০ আইটেমওয়ারি ব্যয় বিভাজন অর্থছাড়/অবমুক্তি ব্যবহার এবং হিসাবরক্ষণ:

৭.১ আইটেমওয়ারি ব্যয় বিভাজন:

৭.১.১ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত প্রকল্পের আইটেমওয়ারি কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত ছকে **সংলগ্নী ৮** ব্যয় বিভাজন প্রস্তুত করবেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরুতেই প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে প্রেরণ করবেন।

৭.২ অর্থছাড় অবমুক্তি:

৭.২.১ প্রকল্পের অনুকূলে ৪টি সমান কিস্তিতে শর্তপূরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক অর্থ ছাড় করা হবে। যৌক্তিক কারণে যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৪টি সমান কিস্তিতে ব্যয় বিভাজন করা সম্ভব না তার কারণ যথাযথভাবে উল্লেখ পূর্বক ব্যয় বিভাজন সমভাবে বিভক্ত না করলেও তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে যৌক্তিক কারণে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের অনুমোদনক্রমে একসাথে একাধিক কিস্তির অর্থছাড় করা যাবে।

৭.২.২ প্রকল্প পরিচালক অনুমোদিত ব্যয় বিভাজনসহ ১ম কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব **(সংলগ্নী ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ও ৮ সংযুক্ত করতে হবে)** বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিটিতে দাখিল করবে। ১ম কিস্তির অর্থছাড়ের চেকলিস্ট **সংলগ্নী ৯** অনুযায়ী প্রস্তাবের সাথে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রমাণক এসটিডি এসএনডি ব্যাংক একাউন্ট খোলার প্রমাণকসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার কাজের বর্তমান অবস্থার রঙ্গিন স্থিরচিত্র ও ভিডিও ফুটেজ দাখিল করতে হবে।

৭.২.৩ প্রকল্পের অনুকূলে ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় কে অবহিত রেখে প্রকল্প পরিচালক **সংলগ্নী ৯** অনুযায়ী সরাসরি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে দাখিল করবে। এক্ষেত্রে বিদ্যমান চেকলিস্ট অনুযায়ী সকল তথ্য ও প্রমাণক এবং পিআইসি পিএসসি সভার কার্যবিবরণী অর্থছাড়ের প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে।

৭.২.৪ প্রকল্পের অনুকূলে ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব **সংলগ্নী ৯** অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে দাখিল করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন এবং প্রত্যয়নসহ ৪র্থ কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। প্রাপ্ত অর্থছাড়ের প্রস্তাব বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক পর্যালোচনাপূর্বক ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

৭.২.৫ তবে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অর্থ ব্যয়ের মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ প্রেরণ করা না হলে ট্রাস্ট যে কোন কিস্তি বা কিস্তিসমূহ ছাড় স্থগিত রাখতে পারবে।

৭.৩ বিল দাখিল ও অর্থ স্থানান্তর:

৭.৩.১ অর্থ অবমুক্তির সরকারি আদেশ প্রাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক সরকারি বিল ফরম টিআর ২১ **সংলগ্নী ১০** এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ বিল সরাসরি/অনলাইনে দাখিল করবেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সহায়তায় সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের ব্যাংক হিসাবে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতিতে (Electronic Fund Transfer) কিস্তির অর্থ স্থানান্তর করবে।

৭.৩.৩ প্রতি কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট বরাবরে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পাঠাবেন। পূর্ববর্তী কিস্তির প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে।

৮.০ প্রকল্প কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

৮.১ সার্বিক অর্থে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকবে। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় যে পদ্ধতিতে এডিপিভুক্ত প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করে থাকে একই পদ্ধতিতে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন করবে এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কে অবহিত করবে **সংলগ্নী ৫ ,৬ ও ৭ ।**

৮.২ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়নকালীন সময়ে কোনো অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা যথাশীঘ্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

৮.৩ প্রকল্পের কার্যক্রম অর্থ বিভাগের শর্ত এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত "সমন্বিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকৌশল" মোতাবেক বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট মনিটরিং ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.৪ "সমন্বিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকৌশল"এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট প্রচলিত নিয়মে মনিটরিং ও মূল্যায়নের পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চালু করবে। উক্ত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের নির্ধারনসহ অন্যান্য সকল তথ্য ও ডাটা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অনলাইন সিস্টেমে আপলোড করতে পারবে।

৮.৫ প্রয়োজনে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বা Outsourcing এর মাধ্যমে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা যাবে।

৮.৬ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প এলাকায় স্থায়ী নামফলক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। একাধিক প্যাকেজের ক্ষেত্রে সকল অংশে অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সুবিধাজনক স্থানে নামফলক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। গবেষণাধর্মী প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে এ নামফলক সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। **নামফলকের নমুনা সংযোজনী ৭**

৮.৭ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আইএমইডি ও বিসিসিটি'র কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন করবেন।

৮.৮ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে বা নির্দেশে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তা// কর্মকর্তাগণ যেকোনো সময়ে আকস্মিক পরিদর্শন করতে পারবেন।

৯.০ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি:

৯.১ চেয়ারম্যান ট্রাস্টি বোর্ড কোনো ধরনের ব্যয়বৃদ্ধি ও আন্তঃখাত পরিবর্তন ব্যতিরেকে ১ (এক)বছর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৯.২ ট্রাস্টি বোর্ড ব্যয়বৃদ্ধি ও আন্তঃখাত পরিবর্তনসহ সর্বোচ্চ ২(দুই)বছর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

৯.৩ ২ (দুই) বছরের বর্ধিত মেয়াদেও (অর্থাৎ সর্বমোট সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ)বছরেও) প্রকল্পের কাজ শেষ না হলে উক্ত প্রকল্পে আর কোনো অর্থছাড় করা হবে না বরং প্রকল্প যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন তা সে অবস্থাতেই সমাপ্ত বলে গণ্য হবে। এ ধরনের প্রকল্পের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হতে পরবর্তীতে কোনো ধরনের অর্থ ছাড় করা হবে না এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/নিয়ন্ত্রণকারী দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পরবর্তী প্রকল্পের ক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে বিবেচিত হবে।

১০.০ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি:

১০.১ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে অথবা মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হলে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা উক্ত ব্যয় বহন করবে।

১০.২ প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট বিপর্যয় অথবা দুর্ঘটনা জনিত কারণে বা চুরি ডাকাতি ইত্যাদি কারনে প্রকল্পের কাজ ক্ষতিগ্রস্ত বা বিলম্বিত হলে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের নিকট কোনো ক্ষতিপূরনের আবেদন করা যাবে না সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থা উক্ত ব্যয় বহন করবে।

১১ ০ প্রকল্পের অর্থ সমর্পণ:

১১ ১ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর কোনো অর্থ অব্যয়িত থাকলে সুদসহ তা জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অনুকূলে "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড" শিরোনামে চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করতে হবে।

১১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নের যে কোনো পর্যায়ে জটিলতার কারণে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণা করা হলে অব্যয়িত সমূদয় অর্থ সুদসহ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অনুকূলে "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড" শিরোনামে চেকের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করতে হবে।

১২ ০ প্রকল্প নিরীক্ষা:

১২ ১ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ অনুযায়ী বাংলাদেশ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বছর প্রকল্পের নিরীক্ষা করবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট পেশ করবেন। প্রকল্পের সার্বিক ও আর্থিক দায়ভার প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থার ওপর বর্তাবে।

১২.২ প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থা প্রকল্পের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকবেন এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয় করে অবশ্যই নিরীক্ষা সম্পাদন করাবেন। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ছাড়া প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন গ্রহনযোগ্য হবে না। নিরীক্ষা আপত্তি আপত্তিসমূহ যদি থাকে অবশ্যই প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থা নিষ্পত্তি করবেন।

১২ ৩ ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট স্বনামধন্য Chartered Accountant (CA) ফার্ম এর মাধ্যমে অডিট সম্পাদন করতে পারবে।

১৩ ০ প্রকল্প সমাপ্তি :

১৩ ১ কোনো ধরনের ব্যতিক্রম না থাকলে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে স্বাভাবিকভাবে প্রকল্প শেষ হবে এবং প্রকল্প পরিচালক এডিপিভুক্ত প্রকল্পের সমাপ্তির কার্যক্রমের ন্যায় এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিবেন।

১৩.২ ব্যতিক্রম হিসেবে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত মেয়াদ শেষে প্রকল্পের সমাপ্তি হবে। বর্ধিত মেয়াদের প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের সাথে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণ করে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে।

১৪ ০ প্রকল্প বাতিল:

১৪.১ প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্পের বাস্তব কার্যক্রম শুরু না হলে প্রকল্প প্রস্তাবটি বাতিল হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক বাতিলকৃত প্রকল্পের বিষয়টি ট্রাস্ট এর বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৪.২ নির্ধারিত সময়ে বাস্তব কার্যক্রম শুরু হলেও প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার (ক্ষেত্রবিশেষে বর্ধিত মেয়াদ শেষ হলে) তিন মাস পূর্বে মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন না করা হলে পূর্বনির্ধারিত মেয়াদের ৯০ (নব্বই) পঞ্জিকাদিবস পরে প্রকল্প যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখানে সে অবস্থায় বাতিল হয়ে যাবে। এ ধরনের বাতিলকৃত প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত সম্পূর্ণ অর্থ প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক এ ধরনের বাতিলকৃত প্রকল্পের বিষয়টি ট্রাস্ট এর বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

১৪.৩ প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থা বাস্তব কার্যক্রম শুরু ও ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় না করে থাকলে যেকোনো সময় প্রকল্প প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে পারবে এবং সে প্রকল্প বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৪.৪ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড যে কোনো প্রকল্প যে কোনো সময় কোনো প্রকার কারণ না দর্শায়ে বাতিল করতে পারবে। এ ধরনের বাতিলের ক্ষেত্রে ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ বিষয়ে কোনো ধরনের আইনগত প্রতিকার গ্রহণের সুযোগ থাকবে না।

১৪.৫ কোনো প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা হলে প্রকল্পটি যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় বাতিল হয়ে যাবে। মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে উক্ত প্রকল্পের বাকি কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রাস্টি বোর্ড প্রকল্পটি বরাদ্দযোগ্য অর্থ থাকা সাপেক্ষে পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত ব্যয়ভার বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় সংস্থাকে বহন করতে হবে।

১৫ প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন:

১৫ ১ প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ ষাট কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ছকে **সংলগ্নী ১১** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এ দাখিল করবেন।

১৫.২ কোনো প্রতিষ্ঠানের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী প্রকল্প প্রস্তাব বা প্রস্তাবসমূহ নেতিবাচকভাবে বিবেচিত হবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে সাব কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণে বিষয়টি কারিগরী কমিটির নজরে আনবে।

১৫ ৩ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক কোনভাবেই জামানতের অর্থ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করতে পারবেন না।

১৫ ৪ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি'র মতামত গ্রহণপূর্বক যাচাই বাছাই করে তা ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করবে। এছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট outsourcing এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করে তা ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করতে পারবে।

১৬ ০ প্রকল্পের মালামাল:

১৬ ১ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল মালামাল ও যন্ত্রপাতি আলাদা স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে। প্রতিটি স্থায়ী আইটেমের গায়ে একটি নম্বর প্রদান করতে হবে।

১৬ ২ প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের মালমাল ও যন্ত্রপাতির বিষয়ে একটি Inventory সম্পন্ন করে তার প্রতিবেদন ট্রাস্টে দাখিল করবে। মালামাল ও যন্ত্রপাতির বিষয়ে বিসিসিটি পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৭ ০ হেফাজতকরণ:

১৭ ১ একই বিষয়ে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ২ শাখা হতে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন নম্বর ২২ ০০ ০০০০ ০৮৬ ২২ ০০১ ২৩ ৯৩ তারিখ ২৪ বৈশাখ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ ৭ মে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ যা শনিবার ৬ জুলাই ২০২৪ তারিখের গেজেটে প্রকাশিত এর সাথে সংযুক্ত সংলগ্নী ও সংযোজনীসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে।

১৭.২ ভবিষ্যতে এ নির্দেশিকার কোনো কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বর্ধিত নির্দেশিকা জারি করা যাবে।

১৭.৩ ট্রাস্টি বোর্ড এ নীতিমালার যে কোনো পরিবর্তন পরিবর্ধন সংযোজন বিয়োজন বা সংশোধন করতে পারবে।

ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd